অসুস্থ পৃথিবীর নিরাময়

ইউনিট ১০

ভূমিকা

আমরা মানুষ হিসেবে কোন না কোন ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। কোন মানুষই কখনও অসুস্থতা প্রত্যাশা করে না। তবুও তা আমাদের জীবনে দেখা দেয়। অনেক সময় তা মারাত্মক ভাবেই আসে - যা থেকে কোন ভাবেই উদ্ধার পাওয়া যায় না। আর এ অসুস্থতার কারণে আমাদের মনের সুখ, শান্তি, আনন্দ নষ্ট হয়ে দেখা দেয় নিরানন্দ, দুঃখ, কষ্ট অভাব অভিযোগ। এমনকি জীবনে চরম হতাশার সৃষ্টি হয়। আমরা সব সময় তা থেকে মুক্তি চাই, সুস্থ, সুন্দর এবং আনন্দপূর্ণ জীবন প্রত্যাশা করি। মানুষের মতো পৃথিবীও অসুস্থ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ পৃথিবীর পরিবেশ, প্রকৃতি পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা সব কিছু। বাহ্যিক অসুস্থতার পাশাপাশি নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিক থেকেও পৃথিবী অসুস্থ। মানুষের মতো সুস্থ, সুন্দর, শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তোলাই আমাদের সবার দায়িত্ব। আসুন সবাই মিলে তা করতে চেষ্টা করি।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১০.১ : অসুস্থ পৃথিবীতে পাপ
পাঠ-১০.২ : যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ
পাঠ-১০.৩ : ক্ষতবিক্ষত বিশ্ব
পাঠ-১০.৪ : পাপ বা মন্দতা
পাঠ-১০.৫ : বর্তমান বিশ্বের পাপময় চিত্র
পাঠ-১০.৬ : নিরাময়কারী যীশুখ্রিষ্ট

পাঠ-১০.১ অসুস্থ পৃথিবীতে পাপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পাপের ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পাপ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পাপ থেকে উদ্ধার পাবার পথ খুঁজে বের করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**উদ্যান, দেবতা, বোধবুদ্ধি, আবরণ**

আদিপুস্তক ৩:১-১৩

প্রভু ঈশ্বর স্থলভূমির যে-সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত প্রাণি ছিল সাপ। সে একদিন নারীকে বলল: ঈশ্বর কি সত্যিই এই কথা বলেছেন: এই উদ্যানের কোন গাছের ফলই তোমরা খাবে না? নারী সাপকে উত্তর দিল: "আমরা এই উদ্যানের যে-কোন গাছের ফল খেতে পারি; শুধু যে-গাছটি উদ্যানের মাঝখানে রয়েছে, সেটির ফল সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেছেন: "তোমরা তা খাবে-ও না-ছোঁবে-ও না! তাহলে তোমরা কিন্তু মরবেই মরবে।" তখন সাপ নারীকে বলল: "কখনো না, তোমরা মরবে-ই না। ঈশ্বর তো ভালো ভাবেই জানেন, যেদিন তোমরা ওই ফল খাবে, সেদিন তোমাদের চোখ যেন খুলেই যাবে, তোমরা দেবতার মতোই হয়ে উঠবে: ভালো-মন্দ জানতেই পারবে তোমরা!" তখন নারী দেখল, ওই গাছের ফল খাদ্য হিসেবে ভালো-ই আর তা দেখতেও তো ভারী সুন্দর! তাছাড়া বোধবুদ্ধি পাবার ব্যাপারে তার তো একটা আকর্ষণ-ও রয়েছে। তাই সে তখন গাছ থেকে কয়েকটি ফল পেড়ে নিয়ে নিজে খেল, পাশে দাঁড়ানো তার স্বামীকে-ও দিল। আর সে-ও তা খেয়ে নিল। আর তখন তাদের দু'জনেরই চোখ খুলে গেল; তাদের হঠাৎ খেয়াল হল যে, তারা উলঙ্গ। তাই একটা আঞ্জীর-গাছের পাতা একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে তারা কোমরের একটি আবরণ তৈরি ক'রে নিল। সেই সময়ে তারা প্রভু ঈশ্বরের পায়ের শব্দ শুনতে পেল; সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাসে তিনি উদ্যানের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তখন উদ্যানের গাছপালার মধ্যে ঈশ্বরের দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। তখন প্রভু ঈশ্বর সেই মানুষকে ডেকে বললেন: "কোথায় তুমি"? সে উত্তর দিল: "উদ্যানে তোমার পায়ের শব্দ শুনে আমার ভয় হল। আমি যে উলঙ্গ! তাই লুকিয়েছিলাম!" তিনি জিজ্ঞেস করলেন: ''তুমি যে উলঙ্গ, সে কথা কে-ই বা তোমাকে জানাল? যে-গাছের ফল আমি তোমাকে খেতে বারণ করেছিলাম, তুমি কি তাহলে তার ফল খেয়েছ''? মানুষ বলল: "যে-নারীকে তুমি আমার সঙ্গিনী করেছ, সে-ই আমাকে ওই গাছের ফল দিল- আর আমিও খেয়ে নিলাম!" তখন প্রভু ঈশ্বর নারীকে বললেন: "এ তুমি কী করলে?" নারী উত্তর দিল: "সাপটা যে আমাকে ভুলিয়ে দিল– আর আমিও খেয়ে নিলাম।"

অনুধ্যান ঃ আদম হবার পাপের মাধ্যমেই পৃথিবীতে পাপের সূত্রপাত ঘটেছিল। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করে এ সুন্দর পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু মানুষ এ পৃথিবীর সব সুখ আনন্দ পেয়েও তৃপ্ত ছিলেন না। তাই অতি সহজেই সর্পরূপী শয়তানের কথায় ভুলে গিয়ে ঈশ্বরের কথা অমান্য করলেন। ফলে পৃথিবীতে দেখা দিল মন্দতা অর্থাৎ পাপ। যে পাপের অর্থ হলো- মলিনতা, অন্ধকারময় জীবনযাপন। তাই মানুষ ও পৃথিবীর মধ্যে দেখা দিল আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ও কৃষ্টিগত মূল্যবোধের অবক্ষয়। আর সব অবক্ষয়ের কারণেই পৃথিবীতে বিরাজ করে মন্দতা, পাপের কলুষতা। পাপের কলুষতা জর্জরিত হয়ে সুস্থ সুন্দর জীবন থেকে বঞ্চিত হয় মানুষ। অসুস্থ জীবন আমাদের কাম্য নয়। আমরা চাই সুস্থ সুন্দর জীবন। তাই পাপ পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে চলার প্রত্যাশা করি।

মনে রাখি ঃ তখন প্রভু ঈশ্বর নারীকে বললেন: "এ তুমি কী করলে?" নারী উত্তর দিল: "সাপটা যে আমাকে ভুলিয়ে দিল– আর আমিও খেয়ে নিলাম"

শব্দটীকা ঃ আবরণ - ঢাকনা, উদ্যান - বাগান

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আদম ও হবা বাগানের গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন কেন? লিখুন**

সারসংক্ষেপ

এ পৃথিবীতে পাপের শুরু হয়েছিল আদম হবার মাধ্যমেই। তারা অতিসুখে থেকেও তৃপ্ত না হয়ে সাপের কথায় ভুল করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আদম হবার পাপের ফলে পৃথিবীতে যে পাপের সূত্রপাত হলো-

ক) জঘন্য পাপ খ) আদি পাপ

গ) মারাত্মক পাপ ঘ) গুরু পাপ।

২। ফল খাবার পর তাদের চোখ খুলে গেল- এর অর্থ হলো-

i. পাপের ভয়াবহতা বুঝতে পারা ii. শারীরিক দুর্বলতা বুঝতে পারা iii. মানসিক অবস্থা বুঝতে পারা

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) ii ও iii

৩। মানুষ এ পৃথিবীর সব কিছু পেয়েও কেমন ছিলেন না?

ক) মনোযোগী খ) সুখী

গ) তৃপ্ত ঘ) শান্ত।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

পলাশ নামে প্রদীপের এক প্রতিবেশী প্রদীপের সিন্দুক ভেঙ্গে টাকা-পয়সা, দলিল পত্র সবই নিয়ে দূর দেশে চলে গেছে। এতে প্রদীপের পরিবারে নেমে এলো এক দুঃখের কালো মেঘ।

ক) পাপ কী?

খ) কখন আমরা আমাদের মনের শান্তি হারিয়ে ফেলি?

গ) প্রতিদিন আমরা কীভাবে পাপ বা মন্দতাকে এড়িয়ে চলতে পারি- তা বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) উদ্দীপকের পলাশের মতো সমাজের কী কী পাপ আমাদের চারপাশকে ঘিরে ধরেছে- তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১: ১. খ ২. ক ৩. গ

পাঠ-১০.২ যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য কিছু করার প্রেরণা লাভ করবেন।
- নতুন করে জীবন শুরু করার জন্য উৎসাহিত হবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**নারকীয়, বিভীষিকা, পাশবিক, অত্যাচার**

বিষয়বস্তু

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বের নারকীয় হত্যা যজ্ঞ ঘটে বাংলাদেশে। সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত পাকিস্তানী বর্বর সেনা বাহিনী ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যা করে। ধ্বংস করে কোটি কোটি টাকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি। শহর বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ, অফিস-আদালত, মন্দির-মসজিদ, গীর্জা-বিহার, বাদ যায়নি নির্মম আক্রমণ হতে। হত্যা, ধ্বংস, পাশবিক অত্যাচার, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে পাক সেনারা বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করে। শহরে মৃতদেহ, গ্রামে মৃতদেহ, সাগরে মৃতদেহ, নদীতে মৃতদেহ সর্বত্র মৃতদেহের ছড়াছড়ি। তখন বাংলার সবুজ প্রান্তরে শিয়াল, কুকুর ও চিল-শকুনের চলছিলো শবদেহ ভক্ষণের মহোৎসব। শুধুই কি গণহত্যা? না! রাস্তাঘাট, কালভার্ট-ব্রীজ, রেললাইন, ঐতিহাসিক স্থাপনা, শিল্প-কারখানা, জুটমিল-কটনমিল, সার কারখানা, পেপার মিল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। ব্যাংক - ট্রেজারি সমূহ লুট করেছে। সরকারী ও বেসরকারী ভবনগুলোতে বোমাবর্ষণ করেছে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ্রেনেড চার্জ করে উড়িয়ে দিয়েছে। শহর বন্দর গুলোকে মনে হয়েছে আনবিক বোমার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত স্তূপ। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহে লাগাম ছাড়া বোমা ফেলা হয়েছে। ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্র ও এতিমখানা।

'৭১-এর যুদ্ধ পৃথিবীর সকল যুদ্ধকে হার মানিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের চেয়েও বেশি ধ্বংস হয়েছে '৭১-এর যুদ্ধে। পৃথিবীর মানুষ এত বড় ধ্বংস যজ্ঞ ও গণহত্যা দেখেনি কখনো। চারিদিকে শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। স্বজন হারানোর বেদনা আর সম্পদ হারানোর শোকে বাংলার মানুষ ছিল মূক ও বধির। চারিদিকে শুধু নীথর -নীরবতা। আর বাতাসে ভেসে আসছে পুঁতিগন্ধময় লাশের গন্ধ এবং লাগাম ছাড়া বোমার বিষাক্ত গ্যাসের তীব্র দহন জ্বালা। তারপরেও বাংলার মানুষ ধ্বংসস্তূপ হাতরে বেড়ায় সৃষ্টির সূচনায়। আশায় বাঁধে বুক।

একদিন এ আঁধার কেটে যাবে
এ বেদনার হবে শেষ
সোনালী আলোর বন্যায় ছেয়ে যাবে সব
ছেয়ে যাবে আমার প্রিয় স্বদেশ ॥

অনুধ্যান ঃ বাংলাদেশে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে যে হত্যাযজ্ঞ ঘটে তা ছিল খুবই করুণ এবং মর্মান্তিক এক চিত্র। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। তাই তারা যত রকমের আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ধ্বংস যজ্ঞে নেমেছিল। বাংলার মানুষকে পুরোপুরিভাবে শেষ করে ফেলতে চেয়েছিল তারা। তাইতো শুধু ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যা করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। তারা এদেশের সম্পদ (স্থাবর, অস্থাবর) নষ্ট করেছে। অফিস, আদালত থেকে শুরু করে হাসপাতাল, এতিমখানা এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সমূলে ধ্বংস করতে তারা দ্বিধা করেনি। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত তারা ধ্বংস করেছে। এ ধ্বংসের পরিমাণ অপরিসীম। বাংলার মানুষ আত্মীয় পরিজন হারানোর বেদনায় নীরব হয়ে গিয়েছিল। তারপরও বাংলার মানুষ নতুন করে বাঁচার তাগিদ অনুভব করেছিল এবং জীবন শুরু করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। তাই তো নতুন চেতনা ও উদ্দীপনা নিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল আর ফলস্বরূপ তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

মনে রাখি ঃ "সোনালী আলোর বন্যায় ছেয়ে যাবে সব, ছেয়ে যাবে আমার প্রিয় স্বদেশ।"
শব্দটীকা ঃ বিধ্বস্ত স্তূপ - ধ্বংস স্তূপ, ধূলিসাৎ - পুরোপুরিভাবে শেষ, গণহত্যা - সর্বস্তরের মানুষ হত্যা

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার জানা যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের একটি ঘটনার বর্ণনা করুন**

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে যে পাশবিক ঘটনা ঘটে তা ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের কত লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছিল?
ক) ৩০ লক্ষ খ) ২০ লক্ষ
গ) ১০ লক্ষ ঘ) ৫ লক্ষ।

২। যুদ্ধ মানেই হলো-
i. অশান্তি ii. মৃত্যু iii. ধ্বংস
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৩। নিচের উদ্দীপকে কালু মাতব্বর স্কুলটি পুড়ে দেয় কেন?
ক) ভালোবাসা বশত খ) সহানুভূতি বশত
গ) রাগ বশত ঘ) হিংসা বশত।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

উজান গ্রামের প্রধান শিক্ষক খুব সুন্দরভাবে ছেলেদের গড়ে তুলছেন। সমাজে কোন অন্যায় অবিচার দেখলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য সাহসও তাদের দিয়ে যাচ্ছেন। এতে ঐ গ্রামের কালু মাতব্বর প্রধান শিক্ষকের উপর রেগে যায়। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য স্কুলটি পুড়িয়ে দেয় এবং প্রধান শিক্ষককেও হত্যা করে।

ক) সমাজে বা দেশে কেন যুদ্ধ লাগে?
খ) পাকিস্তানী হানাদাররা কেন বাংলার জনগণকে হত্যা করেছিল?
গ) প্রধান শিক্ষক কার আদর্শে সমাজে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন- বুঝিয়ে লিখুন।
ঘ) কালু মাতব্বর এবং হানাদার বাহিনীর মধ্যে কেমন সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২: ১. ক ২. ঘ ৩. ঘ

পাঠ-১০.৩ ক্ষত বিক্ষত বিশ্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জাতিগত সহিংসতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধনী গরিবের বৈষম্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

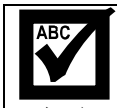 **মুখ্য শব্দ** (Key Words)	**হানাহানি, বিস্ফোরণ, মহাব্যাধি, অন্যায্যতা**

বিষয়বস্তু

হিংসা বিদ্বেষে জর্জরিত বর্তমান বিশ্ব। জাতিতে জাতিতে হানাহানি, ক্ষুধা, দারিদ্র, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, কারাবন্দী মানুষের প্রাবল্য, অন্যায়-অন্যায্যতার প্রভাব ও প্রসার এবং ধনী গরিবের বিরাট ব্যবধান ও শ্রেণি বৈষম্য বর্তমান বিশ্বকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত ও বিষময়।

বিশ্বের প্রায় ৮০% মানুষ দরিদ্র। সেখানে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনসংখ্যার বিস্ফোরণ পৃথিবীকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতা গোটা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। কোথাও শান্তি নেই। শান্তি শব্দটি আজ অভিধানেই পাওয়া যায়। শান্তি যেন স্বপ্নের নীল পরী, সে কাউকেই ধরা দেয় না।

দারিদ্র একটি মহাব্যাধি, যা সকল আনন্দ উচ্ছ্বাসকে করে তিরোহিত। ধর্মহীনতা ও অন্যায্যতার প্রভাবে শান্তিপ্রিয় মানুষ শান্তির অন্বেষণে দেশান্তরিত হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈধ দেশান্তরের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ কারাবন্দী হচ্ছে। দারিদ্রের অপঘাতে আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষ বিভিন্ন অপকার্যে নিয়োজিত হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদের কোপানলে প্রতিনিয়ত হচ্ছে বোমা হামলা, মর্টার শেল ও মাইনের বিস্ফোরণ। দুষিত হচ্ছে বায়ু। বাতাসে বেড়েছে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রাবল্য। এর ফলে সূর্যের তাপ পৃথিবীকে করেছে অধিক উত্তপ্ত। তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলে জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করেছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্রের পানির উচ্চতা। তলিয়ে যাচ্ছে স্থল ভাগের বিরাট অংশ।

দরিদ্র দেশগুলোর উপর ধনী দেশগুলোর সীমাহীন আধিপত্য। গণমাধ্যমের লাগামহীন প্রচার, ধনী দেশগুলোর রমরমা ব্যবসায় ও দুর্নীতির প্রসারে পৃথিবী স্থবির হয়ে পড়েছে। বর্তমানে বিশ্বে চলছে ধ্বংস ধ্বংস খেলা। বাতাসে বারুদের গন্ধ ও অস্ত্রের ঝনঝনানি।

ধর্মহীনতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপর, রাজনীতির খেলায় পৃথিবী নামক গ্রহটিতে চরম প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ ও বিপর্যয় ঘটছে। বাতাসে বিষাক্ত সীসা ও কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাসের বৃদ্ধি ঘটছে। বেড়েছে দুরারোগ্য ব্যাধি। প্রাণ হারাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ।

সর্বোপরি রয়েছে সন্ত্রাসবাদ। কে রুখবে কাকে? ধ্বংসের এ হোলিখেলা রুখতে না পারলে ধ্বংস হবে মানবতা - ধ্বংস হবে পৃথিবী। আর বিলম্ব নয়, রুখো সন্ত্রাস - রুখো জঙ্গীবাদ। নিরাময় করো ধরণীর ক্ষত চিহ্ন।

অনুধ্যান ঃ বর্তমান বিশ্বের মানুষ আজ যেন ভালো কিছু চিন্তা করতে পারে না। হিংসা পরবশ হয়ে একজন আরেকজনের, এক জাতি অন্য জাতির, এক দেশ অন্য দেশের ক্ষতির চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কখন কার ক্ষতি করে বা ধ্বংস করে উপরে উঠা যায় তাই যেন তাদের প্রাপ্তির একান্ত প্রত্যাশা। ফলস্বরূপ প্রতিনিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহ ও বৈষম্য লেগেই আছে। এর থেকে মুক্তির যেন কোন পথ নেই। দারিদ্রের কারণে মানুষ দেশান্তরিত হচ্ছে, যার দরুন প্রতিনিয়ত শত শত মানুষ কারাবন্দী ও নিহত হচ্ছে। মানুষের মধ্যে সর্বত্রই অশান্তি বিরাজ করছে। মানুষের জীবনের যেন কোন মূল্যই নেই। এ হত্যাযজ্ঞ থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে হলে সোচ্চার হতে হবে প্রতিটি মানুষকে। তা না হলে ধ্বংস হবে গোটা মানবজাতি,

ধ্বংস হবে গোটা পৃথিবী। অন্য দিকে ধনী দেশগুলো দরিদ্র দেশগুলোর উপর প্রাধান্য খাটিয়ে তাদেরকে আরও অসহায় করে তুলেছে। তাই আসুন আমরা প্রত্যেকেই সোচ্চার হই এ বিশ্বকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে।

মনে রাখি ঃ "আর বিলম্ব নয়, রুখো সন্ত্রাস - রুখো জঙ্গীবাদ। নিরাময় কর ধরণীর ক্ষত চিহ্ন।"

শব্দটীকা ঃ আধিপত্য - প্রভাব বিস্তার, সহিংসতা - হিংসা বশত:, প্রসার - বৃদ্ধি

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**জাতিগত বিভেদের একটি ঘটনা উল্লেখ করুন**

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন অন্যায়, অন্যায্যতা ও দুর্নীতির কারণে পারস্পরিক বিরোধ বেড়েই চলছে; যার ফলস্বরূপ সারা বিশ্ব আজ ক্ষত বিক্ষত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পৃথিবী অবাসযোগ্য কেন?
ক) কম জনসংখ্যা খ) দরিদ্রতা
গ) অধিক জনসংখ্যা ঘ) ভালোবাসার অভাব

২। সহিংসতার বিপরীতে কোনটি?
i. ক্ষমা ii. ভালোবাসা iii. শান্তি
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৩। শান্তির সন্ধানে মানুষ কী করছে?
ক) দেশান্তরিত হচ্ছে খ) যুদ্ধ করছে
গ) মারামারি করছে ঘ) বোমা হামলা চালাচ্ছে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

অর্জুনের বাবা ধনী ব্যবসায়ী। রঞ্জিতের বাবা দরিদ্র কৃষক। অর্জুনের বাবা সবসময় রঞ্জিতের বাবার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে অশান্তি করতো। অর্জুন তা সহ্য করতে না পেরে তার বন্ধু রঞ্জিত ও অমলকে নিয়ে গ্রামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করলো। যাতে ক্লাবের মাধ্যমে গ্রামের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়।

ক) সারা বিশ্ব আজ কী দ্বারা ক্ষত বিক্ষত?
খ) আধিপত্য বলতে কী বোঝেন?
গ) শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনি আপনার পরিবার ও গ্রামে কী ভূমিকা রাখতে পারবেন? তা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) "ধ্বংস খেলা রুখতে না পারলে ধ্বংস হবে মানবতা।" উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩: ১. গ ২. ঘ ৩. ক

পাঠ-১০.৪ পাপ বা মন্দতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পাপ বা মন্দতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- ভালোবাসার অভাবই যে পাপ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অনুতপ্ত অন্তরে পিতার কাছে ফিরে আসাই প্রকৃত আনন্দ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**উচ্ছৃঙ্খল, অধিবাসী, চেতনা**

লুক ১৫:১১-৩২

যীশু বললেন, "একটি লোকের দু'টি ছেলে ছিল। ছোট ছেলেটি একদিন বাবাকে বলল: 'বাবা, আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দাও।' তখন তিনি তাদের দু'জনের মধ্যে তাঁর ধনসম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। কিছুদিন পরে সেই ছোট ছেলেটি নিজের যা-কিছু ছিল, সবই বিক্রি ক'রে সমস্ত টাকা কড়ি নিয়ে দূর দেশে চলে গেল। সেখানে উচ্ছৃঙ্খলের মতো দিন কাটিয়ে সে তার সর্বস্বই উড়িয়ে দিল। সে সব-কিছুই খরচ ক'রে ফেলেছে, এমন সময় সেই দেশে দেখা দিল করাল দুর্ভিক্ষ। ছেলেটির এবার দুর্দিন শুরু হল। তাই তাকে গিয়ে চাকরের কাজ নিতে হল সেখানকার এক অধিবাসীর কাছে; সেই লোকটি তাকে নিজের জমিতে পাঠিয়ে দিল শুয়োর চরাতে। ছেলেটির খুব ইচ্ছা হত, শুয়োরেরা যে-শুঁটি খায়, তা-ই খেয়েই সে তার পেট ভরাবে। কিন্তু তাও তাকে কেউই দিত না। তখন তার চেতনা হল। সে বলল: "বাবার ওখানে কত মাইনে করা লোক প্রয়োজনের চেয়েও বেশি খাবার পাচ্ছে আর আমি কিনা এখানে খিদের জ্বালায় মরছি! আমি এবার এই জায়গা ছেড়ে বাবার কাছে যাব আর তাকে বলব: 'বাবা, আমি ঈশ্বরের কাছে আর তোমার কাছে পাপ করেছি। আমি আর তোমার ছেলে বলে পরিচিত হবার যোগ্য নই! তাই তুমি আমাকে তোমার একজন মাইনে-করা লোকের মতোই রাখ।' সে তখন সেই জায়গা ছেড়ে তার বাবার কাছে যাবার জন্যে রওনা হল। সে তখনও দূরেই রয়েছে, সেই সময়ে তার বাবা তাকে দেখতে পেলেন। তাঁর প্রাণটা কেঁদে উঠল। ছুটে গিয়ে তিনি ছেলেটির গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেলেন। তখন ছেলেটি তাঁকে বলল: 'বাবা, আমি ঈশ্বরের কাছে আর তোমার কাছে পাপ করেছি। আমি আর তোমার ছেলে বলে পরিচিত হবার যোগ্য নই!" তার বাবা কিন্তু চাকরদের ডেকে বললেন: 'শীগগির যাও: সবচেয়ে ভালো পোশাক বের করে আন আর ওকে তা পরিয়ে দাও। ওর হাতে একটা আংটি দাও আর পায়ে পরিয়ে দাও জুতো। তারপর সেই মোটাসোটা বাছুরটাকে নিয়ে এসে কেটে ফেল। তারপর এসো, খেয়ে-দেয়ে আনন্দ করা যাক! কারণ আমার এই যে ছেলেটি, সে তো মরেই গিয়েছিল আর এখন বেঁচে উঠেছে; সে হারিয়ে গিয়েছিল আর এখন তাকে পাওয়া গেছে!' ... তাই তারা সকলে আনন্দ করতে লাগল।

বড় ছেলেটি তখন মাঠে ছিল। ফেরার পথে সে যখন বাড়ির কাছে পৌঁছল, তখন নাচ ও গানবাজনার শব্দ তার কানে এল। সে একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করল: 'এসব আবার কী হচ্ছে?' চাকরটি বলল: 'আপনার ভাই যে ফিরে এসেছেন! আর আপনার বাবা মোটাসোটা সেই বাছুরটাকে তাই কেটে ফেলেছেন। তিনি যে তাঁকে সুস্থ দেহেই ফিরে পেয়েছেন!' ... এই কথা শুনে ছেলেটি রেগে গেল। সে ভেতরেও যেতে চাইল না। তার বাবা বাইরে এসে তাকে সাধাসাধি করতে লাগলেন। কিন্তু বাবাকে সে উত্তর দিল: 'ভেবে দেখ তো, এত বছর ধরে আমি দাসের মতো তোমার জন্য খেটে আসছি, একদিনও তোমার কোন কথা অমান্য করিনি, অথচ তুমি আমাকে একটা ছাগলছানাও কখনো দাওনি, যাতে আমি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আনন্দ করতে পারি! কিন্তু তোমার ওই যে ছেলে - যে বেশ্যাদের পেছনে তোমার ধনসম্পত্তি নষ্ট করেছে - সে যখন ফিরে এল, তুমি কিনা তারই জন্যে মোটাসোটা সেই বাছুরটাকে কেটে ফেললে! ....তিনি তখন বললেন: 'বাবা, তুমি তো সবসময়েই আমার কাছে রয়েছ আর আমার সব কিছুই তো তোমারই! কিন্তু তবুও আনন্দ করা, উৎসব করাই

উচিত ছিল, কারণ তোমার এই যে ভাই, সে তো মরেই গিয়েছিল আর এখন বেঁচে উঠেছে; সে হারিয়ে গিয়েছিল আর এখন তাকে পাওয়া গেছে!'... "

অনুধ্যান ঃ সাধু লুক দুই ভাইয়ের গল্পের মাধ্যমে আমাদের বুঝাতে চান যে, আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। প্রথমে দেখি ছোট ভাই বাবার বিরুদ্ধে পাপ করে। ছোট ছেলের ঘটনা থেকে বুঝা যায় নিজ অপরাধের ফলে মানুষ ঈশ্বরের আনন্দপূর্ণ সান্নিধ্য হারিয়ে ফেলে। ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে গেলে মানুষ অভাব ও দুঃখে পড়ে, মর্যাদা ও স্বাধীনতা হারায়। কিন্তু ঈশ্বর সর্বদা হারানো মানুষের অপেক্ষায় থাকেন এবং ফিরে আসলে আনন্দিত হন এবং পূর্বের ন্যায় ভালোবাসেন। অন্যদিকে বড় ভাই ছোট ভাইকে ভালো না বেসে অন্যায় করে ও পাপ করে। ছোট ভাইকে তুচ্ছ করে, অপমান করে এবং বাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। বাবা কিন্তু বড় ছেলেকেও বাড়িতে স্থান দেন এবং ছোট ভাই-এর প্রতি তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেন। এই গল্পের মাধ্যমে আমরা ভুল, দোষ করলেও বা ভালোবাসার বিরুদ্ধে পাপ করলেও আবার ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবার এবং মন পরিবর্তন করার পথ খুঁজে পাই।

মনে রাখি ঃ "বাবা, আমি ঈশ্বরের কাছে আর তোমার কাছে পাপ করেছি।"

শব্দটীকা ঃ চেতনা হল - নিজের দোষ সম্পর্কে সচেতন হলো।

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**ছোট ছেলে কিভাবে চেতনা ফিরে পেয়েছিল তা ব্যাখ্যা করুন।**

সারসংক্ষেপ

বাবার দয়ার কথা মনে হতেই ছোট ছেলেটির মনে নতুন করে জীবন শুরু করার চেতনা জাগলো এবং বাবার কাছে অনুতপ্ত অন্তরে ফিরে এলো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সবাই আমাদের ভুলে গেলেও কে আমাদের কখনও ভুলে যান না?
ক) ঈশ্বর খ) বাবা-মা
গ) বন্ধু ঘ) প্রিয়জন।

২। পাপের চেতনা আমাদের কার দিকে তাকাতে সাহায্য করে?
ক) শত্রুর দিকে খ) বন্ধুর দিকে
গ) ঈশ্বরের দিকে ঘ) নরকের দিকে।

৩। গল্পে উল্লিখিত বড় ভাইয়ের অন্তরে ছিল-
i. নম্রতা ii. হিংসা iii. বাধ্যতা
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রুমেল বড় লোকের ছেলে। অনেক টাকা-পয়সা বন্ধুদের সঙ্গে নষ্ট করে। তার বাবা তাকে এ বিষয়ে অনেক সৎপরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু তাতে সে কান দেয়নি। একদিন তার বন্ধু তার কাছে থেকে সব ছিনিয়ে নিয়ে তাকে আধমরা করে রাস্তায় ফেলে যায়। তখন তার বাবার সৎপরামর্শের কথা মনে পড়ে যায়।

ক) পাপ কী?

খ) পাপের ফলে মানুষ কী হারিয়ে ফেলে?

গ) পাঠে উল্লিখিত কোন্ ভাইয়ের চরিত্র আপনার কাছে অনুকরণীয়? কেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) "বাবা ছুটে গিয়ে ছোট ছেলের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেলেন।" উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪: ১. ক ২. গ ৩. খ

পাঠ-১০.৫ বর্তমান বিশ্বের পাপময় চিত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভালোবাসার অভাব এবং সৎকাজ না করার কারণে পাপের উৎপত্তি সে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পাপ পথে ডুবে না থেকে নতুন করে পথ চলার প্রেরণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**বিনাশ, পরিত্রাণ, প্রতারণা, শুচিশুদ্ধ**

১ম যোহন ১:৮-১০; ২:১-২; যোহন ৩:১৬-২০

পরমেশ্বর জগৎকে এতই ভালোবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে, যে-কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন। পরমেশ্বর জগৎকে দণ্ডিত করতে তাঁর পুত্রকে এই জগতে পাঠাননি। পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর দ্বারা জগৎ পরিত্রাণ লাভ করে। যে-মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করে, সেই মানুষকে কখনো বিচারে দণ্ডিত হতে হয় না; কিন্তু তাঁকে যে অবিশ্বাস করে সে তো বিচারে দণ্ডিত হয়েই আছে, কারণ পরমেশ্বরের একমাত্র পুত্রের প্রতি সে যে বিশ্বাস রাখেনি। সেই বিচার এই মর্মেই করা হয়েছে যে, আলো জগতে আসা সত্ত্বেও মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকেই ভালোবেসেছে, যে-হেতু মানুষের কাজকর্ম অসৎ ছিল। কারণ যে-কেউ মন্দ কাজ করে, আলোকে সে ঘৃণা করে, আলোর দিকে সে আসেই না, পাছে তার কাজের আসল রূপটা বেরিয়ে পড়ে!

আবার যদি বলি, আমাদের মধ্যে কোন পাপ নেই, তাহলে আমরা তো নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছি - আমাদের অন্তরে সত্যের কোন স্থানই নেই। কিন্তু আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তাহলে পরমেশ্বর, যিনি বিশ্বস্ত ও ধর্মময়, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন, সমস্ত অধর্ম থেকে মুক্ত ক'রে আমাদের শুচিশুদ্ধ করে তুলবেন। আমরা যদি বলি, আমরা কোন পাপ করিনি, তাহলে তাঁকে তো আমরা মিথ্যাবাদী বানিয়ে তুলি এবং তাঁর বাণীও আমাদের অন্তরে স্থান পায় না। আমার স্নেহের সন্তানেরা, আমি তোমাদের কাছে এ সব কথা এই জন্যে লিখছি যে, তোমরা যেন পাপ না কর। তবে কেউ যদি কোন পাপ করেই ফেলে, তাহলে পরম পিতার কাছে আমাদের পক্ষে কথা বলার জন্যে তো একজন রয়েছেন: তিনি সেই ধর্মাত্মা যীশুখ্রিষ্ট। তিনি স্বয়ং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তবলি-স্বরূপ - শুধু আমাদের কেন, সমস্ত জগৎ সংসারের!

অনুধ্যান ঃ আমরা যে সবাই পাপী ঈশ্বর নিজেই সে কথা অনেকবার বলেছেন। আমাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলার জন্য, যীশু নিজেই পরম পিতার কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

ঈশ্বর নিজে আমাদের এতই ভালোবেসেছেন যে, আমাদেরকে পাপ পথে থাকতে দিতে চান নি। তাই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়েছেন যাতে তাঁকে বিশ্বাস করে আমরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। ঈশ্বর নিজেই প্রকাশ করেছেন আমরা যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি তারা অবশ্যই পরিত্রাণ লাভ করবো। আর যারা প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টে বিশ্বাসী তারা কখনও মন্দ কিছু করতে পারে না বা মন্দ পথেও যেতে পারে না। তাই আমাদের কর্তব্য হলো মন্দ পথ পরিহার করে সৎ পথ অবলম্বন করা অর্থাৎ সৎ পথে চলা।

মনে রাখি ঃ পরমেশ্বর জগতকে দন্ডিত করতে তাঁর পুত্রকে এই জগতে পাঠাননি। পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর দ্বারা জগত পরিত্রাণ লাভ করে।

শব্দটীকা ঃ দন্ডিত করতে - দন্ড বিধান; যে বিশ্বাস রাখেনি - যীশু যে সত্যিই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র সে কথা তারা স্বীকার করতে চায়নি

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার জানা একটি প্রতারণার ঘটনা উল্লেখ করুন**

সারসংক্ষেপ

আমাদেরকে পাপের পথ থেকে উদ্ধার করার জন্য যীশু নিজেকে ক্রুশে বলিকৃত হতে দিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। উদ্দীপকে উল্লিখিত জলির পাপের ফলে যে অবক্ষয় হয়েছে তা হলো-
ক) দৈহিক খ) সামাজিক
গ) নৈতিক ঘ) অর্থনৈতিক।

২। আমরা যদি মিথ্যা বলি তা হলে আমরা নিজেদের সঙ্গে-
ক) যুদ্ধ করি খ) প্রতারণা করি
গ) নাটক করি ঘ) মিলন করি।

৩। প্রতিদিনকার জীবনে আমাদের কর্তব্য হলো-
i. সত্য কথা বলা ii. মন্দ পরিহার করা iii. আলোর দিকে চলা
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

জলি ও মিলি নবম শ্রেণির ছাত্রী। দুজনে মিলেই তাদের শ্রেণির একজনের ব্যাগ থেকে পাঁচশত টাকা চুরি করেছে। শিক্ষক জিজ্ঞেস করার পর মিলি তার সব অপরাধ স্বীকার করেছে কিন্তু জলি সবই অস্বীকার করল।

ক) অন্যায় করে স্বীকার না করা মানে কী?
খ) পাপের ফলে বিশ্ব কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?
গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত মিলির মত আমরা কীভাবে পাপ থেকে বিরত থাকতে পারি- বুঝিয়ে লিখুন।
ঘ) "যে কেউ পাপ করে সে আলোর দিকে আসে না।" উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৫: ১. গ ২. খ ৩. ঘ

পাঠ-১০.৬ নিরাময়কারী যীশুখ্রিষ্ট

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পীড়িত লোককে রোগমুক্ত করার শক্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রচার কাজ করার জন্য খ্রিষ্টের উপর নির্ভরশীলতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**রোগব্যাধি, নিরাময়, পীড়িত**

লুক ৯:১-৬

একদিন যীশু তাঁর সেই বারজন শিষ্যকে একত্রে ডাকলেন। সমস্ত অপদূতকে বশীভূত করার জন্যে ও মানুষের যত রোগব্যাধি নিরাময় করার জন্যে তিনি সেদিন তাঁদের বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতা দিলেন। তারপর তিনি তাঁদের ঐশ রাজ্যের বাণী প্রচার করতে ও পীড়িত মানুষকে রোগমুক্ত করতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাঁদের বললেন: "পথের জন্য তোমরা কিছুই নিয়ো না - লাঠিও নয়, ঝুলিও নয়, রুটিও নয়, টাকা-কড়িও নয়; তোমাদের সঙ্গে যেন একটার বেশী দু'টো জামাও না থাকে! তোমরা যে-বাড়িতে আশ্রয় পাও না কেন, সেখানেই থেকো; আর যখন ওই জায়গা ছেড়ে চলে যাবে, তখন সেখানে থেকেই যেয়ো। যারা তোমাদের গ্রহণ করতে চাইবে না, তাদের শহর ছেড়ে চলে যাবার সময়ে তোমরা পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে তাদের সতর্ক ক'রেই যেয়ো। শিষ্যেরা তখন বেরিয়ে পড়লেন এবং এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গিয়ে সব জায়গাতেই তাঁরা মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে লাগলেন আর পীড়িত মানুষকে নিরাময় করতে লাগলেন।

অনুধ্যান ঃ যীশু স্বয়ং খ্রিষ্ট, একজন নিরাময়কারী পরিত্রাতা। তিনি তাঁর নিরাময়ের ক্ষমতা তাঁর শিষ্যদের হাতে অর্পণ করেছেন। তিনি শারীরিক, মানসিক রোগ নিরাময় করার ক্ষমতাও শিষ্যদের দিলেন। যীশু তাঁর ক্ষমতা পুরোপুরি হস্তান্তর করলেন। যীশু নিজে পরিত্রাতা খ্রিষ্ট, নিরাময়কারী খ্রিষ্ট এবং পরিত্রাণদাতা খ্রিষ্ট। তাই তিনি শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার সময় তারা যেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব থাকেন। পিতার উপর নির্ভর করে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। শিষ্যেরাও যীশুর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। যীশু মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সব প্রয়োজনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সহানুভূতির সাথে মানুষকে মুক্ত করতে শিষ্যদের শক্তি, ক্ষমতা ও সামর্থ্য দান করেছেন। যীশু এর মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝাতে চান যে, এ দায়িত্ব পালনের জন্য যথেষ্ট ত্যাগের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি নিজে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে মানুষের পরিত্রাণ সাধন করেছেন।

মনে রাখি ঃ সমস্ত অপদূতকে বশীভূত করার জন্যে ও মানুষের যত রোগব্যাধি নিরাময় করার জন্যে তিনি তাদের সেদিন বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতা দিলেন।

শব্দটীকা ঃ ব্যাধিগ্রস্ত - রোগে জর্জরিত, নিরাময় - মুক্ত করা

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**যীশু খ্রিষ্টের নামে ও সহায়তায় কখনও কেউ সুস্থ হয়েছে সে রকম একটি ঘটনা উল্লেখ করুন।**

সারসংক্ষেপ :

যীশু খ্রিষ্ট নিজে যেমন শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে লোকদের সুস্থ করেছেন সেই একই ক্ষমতা তিনি শিষ্যদেরও দিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশু শিষ্যদের হাতে অপদূত বশীভূত করার ক্ষমতা দিলেন- এর অর্থ হলো তিনি

ক) সর্বশক্তিমান খ) দয়ালু

গ) উদার ঘ) মহৎ।

২। খ্রিষ্টের বাণী প্রচার করতে হলে আমাদের কেমন হতে হবে?

i ত্যাগী ii. নিরাসক্ত iii. বিশ্বাসী

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

খ্রিষ্টের আদর্শ অনুসরণ করে মিশনারীগণ আমাদের দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই নিঃস্বার্থ সেবার পেছনে ছিলো খ্রিষ্টের প্রতি গভীর প্রেম, বিশ্বাস এবং মানুষের প্রতি দরদ ও ভালোবাসা।

ক) আমাদের আসল নিরাময়কারী কে?

খ) নিরাময়কারী যীশু এ জগতে এসেছেন কেন?

গ) মিশনারীদের মতো আপনিও মানুষের প্রয়োজনে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন? বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) "যীশুর আশ্চর্য কাজের ফল ভোগ করতে হলে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।" উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৬: ১. ক ২. ঘ

উত্তরমালা: ইউনিট-১০

পাঠের নাম			
পাঠ-১	১) খ	২) ক	৩) গ
পাঠ-২	১) ক	২) ঘ	৩) ঘ
পাঠ-৩	১) গ	২) ঘ	৩) ক
পাঠ-৪	১) ক	২) গ	৩) খ
পাঠ-৫	১) গ	২) খ	৩) ঘ
পাঠ-৬	১) ক	২) ঘ	